Rajshahi University journal of arts & law Vol. 50 (2022) pp. 79-93
ISSN 2309-0898

ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল
[Poverty Alleviation Strategy in Islam]

মো. হাফিজুর রহমান*

Abstract

Poverty is one of the multidimensional problems for the whole world. Most countries and people of the world today are afflicted with poverty problem. At present, 40 percent people of world live below the poverty line. In developing countries especially in Muslim countries, poverty is increasing an alarming rate. Recently after the pandemic situation (Covid 19), it has become a matter of fear to all where world's poverty rate will reach. Poverty is such an economic situation when a man loses ability to lead life smoothly. For small income, they cannot buy essential things for leading life. It is an economic phenomenon. Zakat is recognized as one of the most practical and effective strategies in the world for poverty alleviation. The best benefit of Zakat is poverty alleviation which is the main guarantee for socio economic security. There are various reasons for current impoverishment. For ages, many knowledgeable persons and experts in the field have undergone research about alleviation of poverty through Zakat. At present, poverty alleviation is a great challenge. Proper plan, governmental and political integrity and above all skilled and combined practical initiative and inspiration are needed to fight poverty. This essay will analyze practical strategies and methods for alleviating poverty in Islam through down-to-earth research. To find out legal strategy is the focus of this study.

শব্দ সংকেত: ইসলাম, দারিদ্র্য বিমোচন, কৌশল

১. ভূমিকা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান বাধা হলো দারিদ্রতা। ক্রমবর্ধমান দারিদ্রতা বর্তমান বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হিসেবে বহু পূর্বেই স্থান পেয়েছে। ফলে দারিদ্র্যের প্রকটতা কিছুটা হ্রাস পেলেও ক্রমবর্ধমান হারে এর ব্যাপকতা ও গভীরতার বৃদ্ধি মারাত্মক উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠাকারী নামে পরিচিত আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ দারিদ্রতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু এত কিছুর পরেও দারিদ্রতা কমানো যায়নি, বরং ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। মাত্র কয়টা টাকার জন্য নারী তার সতীত্ব পর্যন্ত বিকিয়ে দিচ্ছে। 'মা' তার সন্তানকে ক্ষুধার জ্বালায় বিক্রি করছে। ডাষ্টবিনের ময়লা পঁচা-বাসি খাবার খাওয়ার জন্য কুকুর-মানুষ এক সাথে লড়াই করছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে প্রতিদিন দারিদ্রতার কারণে মানুষ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। পৃথিবীর লাখ লাখ বনী আদম তপ্ত মরুভূমিতে খাদ্যহীন, আশ্রয়হীনভাবে উদ্বাস্তু অবস্থায় মানবেতর জীবন-যাপন করছে। আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, কাশ্মির, ইরাক, ভারত, সুদান, কঙ্গো ও মায়ানমারের আরাকান রাজ্যের রোহিঙ্গারা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এমন ভয়ানক পরিস্থিতিতে মানব কল্যাণে ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলামে যে ইতিবাচক-নেতিবাচক পদক্ষেপ ও কৌশল প্রতিকারের প্রক্রিয়া রয়েছে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যালোচনা ও গবেষণা হওয়া একান্ত আবশ্যক। নিম্নে এ গবেষণার পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নাবলি উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী–৬২০৫। E-mail: rahmanrafi@ru.ac.bd

এক. গবেষণা পরিকল্পনা

আলোচ্য নিবন্ধটি মূলতঃ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল হিসেবে ইসলাম কী কী উপায় ও উপকরণ নির্ধারণ করেছে তা নিয়ে গবেষণা করা এবং এ থেকে উৎসারিত ফলাফল দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কতটুকু যৌক্তিক তা বিশ্লেষন করা। দারিদ্র্য প্রত্যয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ একটি শব্দ। পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক ধারণা মতে মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের অক্ষমতাকে দারিদ্র্য বলা হয়। আর ইসলামের অর্থ ব্যবস্থায় মানুষের জীবন-যাপনের জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয় উপযোগের অনুপস্থিতিকে দারিদ্র্য বলা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পুঁজি, ভূমি ও শ্রম এ তিনটি উপযোগের প্রয়োজন। এ তিনটি উপযোগকে কার্যকর ও ফলপ্রসু করতে গেলে বিধিসম্মত উপায়ে পরিস্থিতি আলোকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগুলো নিরূপণ করার প্রয়াশ চালানো হয়েছে।

দুই. গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলি

আলোচ্য নিবন্ধে গবেষণার মাধ্যমে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সে প্রশ্নগুলো উল্লেখ না করে সাবলীল ভাষায় সেগুলোর উত্তর প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্নগুলোর উক্তরূপ হলো, দারিদ্র্য বিমোচন কী? ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনের ইতিবাচক কৌশল কী কী? এ প্রশ্নের উত্তর হিসেবে এখানে কয়েকটি কৌশলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, সুষম বন্টন ব্যবস্থা, যাকাত ব্যবস্থা ইত্যাদি। এ ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলামে যে সমস্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তার ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

তিন. উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এ গবেষণা নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামের আলোকে দারিদ্রতা বিমোচনের জন্য এর উপায় ও কৌশল বের করা, যার মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্যকে দূর করা যায় এবং সমাজে একটি টেকসই অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে যে সমস্ত পদ্ধতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়িত হলে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর হতে পারে বলে আশা করা যায়। এ গবেষণা নিবন্ধটি সম্পন্ন করতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ প্রধান উৎস হিসেবে অধ্যয়ন করা হয়েছে। আলোচনার পরিধি ও শিরোনামের বিস্তৃতরূপকে বিবেচনায় এনে অন্যান্য উৎস সমূহকে কেস স্টাডি করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণাপত্র, পত্রিকা ও অনলাইন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. দারিদ্র্য বিমোচনের ধারণাগত প্রত্যয় বিশ্লেষণ

দারিদ্র্য অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এটি শুধু নিজেই সমস্যা নয় বরং অন্যান্য সমস্যার উৎসও বটে। একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পথে দারিদ্র্য অন্যতম প্রতিবন্ধক। এর প্রভাব দেশ তথা সমাজের সকল দিকে পরিলক্ষিত হয়। মূলত দারিদ্র্য এমন একটি অবস্থা যখন মানুষ তার বেঁচে থাকার মত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় বা মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য হচ্ছে এমন এক অবস্থা যা মানব জীবনের অব্যাহত প্রয়োজনীয় পণ্য বা মাধ্যম উভয়েরই অপর্যাপ্ততা থাকে।[১] আভিধানিক অর্থে 'দারিদ্র্য' বলতে অভাব-অনটনকে বুঝায়। এটি এক প্রকার নেতিবাচক অর্থনৈতিক অবস্থা। শব্দটি বাংলা। দারিদ্র্য এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে **الفقر**। এর আরবী বিপরীত শব্দ **الغنى**। যার অর্থ অমুখাপেক্ষী। 'তাজুল আরূস' প্রণেতা বলেন, **فَقُر** শব্দটি **كَرُم** এর ওজনে এসেছে। এখান থেকেই **فقير**, যার অর্থ ফকীর দলের সদস্য বা দরিদ্রদের সদস্য'।[২] 'তাহযীবুল লুগাত' প্রণেতা বলেন, প্রয়োজনীয়তা বা অভাবগ্রস্ত হওয়া।[৩] আর **الفقير** যার অর্থ ভগ্ন মেরুদণ্ড। যখন মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত

হবে, তখন এর অর্থ হবে স্বল্প পরিমাণ খাবারের অধিকারী'।[৪] ইমাম আবু হানীফা (মৃ. ১৫০ হি.) (রহ.) বলেন,

إِنَّ الْفَقِيْرَ أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الْمِسْكِيْنِ قَالُوْا لِأَنَّ الْفَقِيْرَ هُوَ الَّذِيْ لَهُ بَعْضُ مَا يَكْفِيْهِ وَيُقِيْمُهُ وَالْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ لَا شَيْءَ لَهُ

'ফকীরের অবস্থা মিসকীনের চেয়ে ভাল। কেননা ফকীর হলো যার আংশিক প্রয়োজন মিটানোর উপাদান রয়েছে। আর মিসকীন যার কিছুই নেই'।[৫]

মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত-তাবারী (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ খ্রি.) বলেন, 'ফকীর বা দরিদ্র হচ্ছে সে যে অভাবগ্রস্থ ও ভিক্ষা বৃত্তি থেকে মুক্ত। আর মিসকীন ভিক্ষাকারী অভাবগ্রস্ত'।[৬]

হাসান বলেন, 'ফকীর হচ্ছে সে যে তার বাড়ীতেই অবস্থান করে অন্যের দ্বারে দ্বারে যায় না। আর মিসকীন যে অন্যের দ্বারে দ্বারে যায়'।[৭]

কাতাদা বলেন, 'ফকীর সে যে দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত আর মিসকীন যে সুস্থ দেহের অধিকারী'।[৮]

ড. আলী আকবর[৯] বলেন, 'দারিদ্র্য এমন এক পীড়াদায়ক আর্থ-সামাজিক অবস্থা, যাতে মানুষ জীবনধারণের উপায় মিটাতে পারে না; অন্যের উপর নির্ভর করে ও সমাজে নিম্ন মর্যাদা ধারণ করে'।[১০]

দারিদ্র্যের বিস্তারিত পরিচয় বর্ণনায় দৈনিক *আজকের কাগজের* প্রদত্ত সংজ্ঞা হলো,

'যার দক্ষতা আছে কাজ নেই, কর্মের সক্ষমতা আছে ব্যবসার পুঁজি নেই, দুর্যোগে পতিত হলে উত্তরণের বিকল্প নেই, মুখ আছে আহার নেই, শক্তি আছে বলার সুযোগ নেই, উন্নয়ন স্কীম আছে কিন্তু তার অংশগ্রহণ নেই, দেশে সম্পদ আছে তাতে তার মালিকানা নেই, জায়গা আছে মাথা গোঁজার ঠাই নেই, ভিটি আছে ঘর নেই। শরীর আছে কাপড় নেই, ঈদ আছে তার আনন্দ নেই, হাসপাতাল আছে চিকিৎসার সুযোগ নেই, শক্তি-মেধা-দক্ষতা আছে খাটানোর জায়গা নেই, ক্ষুধা আছে খাবার নেই, স্কুল আছে শিক্ষার সুযোগ নেই, ব্যাংক আছে কিন্তু তার জন্য ঋণ নেই অর্থাৎ যিনি ক্ষমতা ও সম্পদহীন তিনিই দরিদ্র'।[১১]

ইসলামী জীবন দর্শনে দারিদ্র্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা : ক. আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য এবং খ. বস্তুগত দারিদ্র্য।[১২] এছাড়া ইসলামে দারিদ্র্যকে দু'টি স্তরে বিন্যাস করা যায়। একটি হলো কঠিন দারিদ্র্য, যার মধ্যে ফকীর ও মিসকীন পড়ে। অন্যটি হলো সাধারণ দারিদ্র্য, যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই।[১৩] দারিদ্র্যের প্রত্যয়গত ধারণা দু'টি স্তরে বিভক্ত। ১. দারিদ্র্যের পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক ধারণা এবং ২. দারিদ্র্যের ইসলামী ধারণা। নিম্নে এ দু'টি স্তর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হলো:

প্রথমতঃ দারিদ্র্যের পাশ্চাতের বস্তুতান্ত্রিক ধারণা। এটি আবার তিনটি ধারায় বিভক্ত। যেমন,

ক. দারিদ্র্যের বস্তুতান্ত্রিক ধারণা: এটি হলো জীবনের মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে অক্ষমতা। যেমনটি মিখাইল রোজ বলেছেন।[১৪] সমাজতত্ত্ববিদ বুথ দারিদ্র্যকে অভাব ও বঞ্চনার মধ্যে দেখতে চেয়েছেন। অর্থনীতিবিদ টাউনসেন্ড এবং রেইন দারিদ্র্যকে সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং বৈষম্যের ভিতর খুঁজেছেন। আর স্তরবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শ্রেণী, মর্যাদা, ক্ষমতা, পেশা, আয়, শিল্প, সামাজিক গতিশীলতা অথবা এগুলো সব মিলিয়ে যা হয় তাই।[১৫] অর্থনীতিবিদ ওঝা, ডান্ডেকার, পাথ ও আহলুওয়ালিয়া দারিদ্র্যকে পুষ্টির ঘাটতি অথবা অপুষ্টির আঙ্গিকে দেখেছেন।[১৬] সুতরাং এভাবে দারিদ্র্য হলো একাধারে একটি বস্তুনির্ভর বাস্তবতা এবং তার চেয়েও বেশি, তা হলো একটি সামাজিক অনুভব যা

সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা দ্বারা কালপরিক্রমায় একেক মাত্রায় ও রূপে নির্ধারিত হয়ে থাকে। সমাজে বৈষম্যের মাত্রা দ্বারা বহুলাংশেই দারিদ্র্যের চেহারা ও অনুভব নির্ধারিত হয়।[১৭]

খ. পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী ধারণা ও বৈষম্য : পুঁজিবাদী অর্থনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো- জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রদর্শন, অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা, উন্মুক্ত বা অবাধ অর্থনীতি, ব্যক্তির নিরংকুশ মালিকানা, লাগামহীন চিন্তার স্বাধীনতা ও পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী।[১৮] জে জনউনমকির মতে, দারিদ্র্য হলো এমন এক অবস্থা, যাতে প্রয়োজনসমূহ সম্পূর্ণভাবে পূরণ হয় না। ডেলটুসিং বলেছেন, মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতাই হলো দারিদ্র্য। থিওডরসনের মতে, দারিদ্র্য হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক উপোষ। দারিদ্র্য কোন একজন বা একদল লোকের জীবনযাত্রার নিম্নমান যা যথেষ্ট সময় পর্যন্ত স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার প্রতি অবমাননামূলক।[১৯] রবার্ট চেম্বার্স দারিদ্র্যকে জীবন ধারণের জন্য আয় এবং ব্যয়ের চৌহদ্দি থেকে আকস্মিক সংকটে পড়ার অবস্থা বা সম্ভাবনা, পরাধীনতা, নিরাপত্তাহীনতা, ক্ষমতাহীনতা এবং একাকীত্বের অবস্থা পর্যন্ত বিস্তৃতি দিয়েছেন।[২০]

গ. পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক ব্যস্ততা : পুঁজিবাদে বস্তুগত সম্পদ আহরণে তৎপর পাশ্চাত্যের মডেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকা জোর গলায় দাবি করে, তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবার, বন্ধু ও বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবে তাদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই ব্যয় হয় বস্তুগত নানা সংগ্রহ ও ভোগ্য পণ্যের চাহিদা পূরণের জন্য। কোন না কোন ভাবে আমেরিকানরা বাজারের দাস হয়ে পড়ছে। শুধু আমেরিকা নয়, বিশ্ব জুড়েই ক্রমশ বেশি বেশি মানুষ এই ভাগ্য বরণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।[২১] অথচ পাশ্চাত্যের বস্তুগত কল্যাণ সাধনায় ব্যস্ত পরলোকে বিশ্বাসহীন মানুষ নিজের অজান্তেই নিজের অকল্যাণ করে বসে।

দ্বিতীয়তঃ দারিদ্র্যের ইসলামী ধারণা : দারিদ্র্যের ইসলামী ধারণা হলো, আল্লাহ তা'আলাই প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি মানুষ ও জিন জাতিকে আহার্য সহ যাবতীয় প্রয়োজনাদীর ব্যবস্থা করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

'সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও'।[২২] তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا﴾

'আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন।'[২৩]

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾

'তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন?'[২৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

'তিনিইতো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তার দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট'।[২৫]

মূলত পৃথিবীতে রিযিক অন্বেষণ, শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন ও অপরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে আখিরাতে সফলকাম হওয়ার জন্য আল্লাহর 'ইবাদত করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ইসলামের

দৃষ্টিতে দারিদ্র্য এমন এক ধরনের জীবন যাপন যা কোন সুস্থ গ্রাসাচ্ছদনের পর্যায়ে পড়ে না। এটা ব্যক্তির এমন এক অবস্থা যেখানে শুধু অব্যাহতভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা নয় বরং সুস্থ ও উৎপাদনমুখী অস্তিত্বের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, পোশাক এবং আশ্রয়ের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী সম্পদের অভাব রয়েছে।[২৬] এজন্য ইমাম গাজালী (রহ.) মানুষের প্রয়োজনকে জরুরিয়াত বা অত্যাবশ্যকীয়, হাজিয়াত বা প্রয়োজনীয় এবং তাহসিনিয়াত বা সৌন্দর্যবর্ধক মর্মে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন।[২৭]

জাহিলী আরবের সমাজ ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রদের মাঝে বিরাট ব্যবধান ছিল। দরিদ্র মানুষদের কোন অধিকার ছিল না। অতঃপর ইসলাম আগমন করে জাহিলী যুগে দরিদ্রদের অধিকার আদায়ে কিছু দৃঢ় প্রত্যয় ও পদক্ষেপের কথা স্পষ্টরূপে ঘোষণা করে। যেমন, '*উশর*[২৮], *খারাজ* বা ভূমিকর।[২৯], *জিযিয়া*[৩০], *গনীমত*[৩১], *ফাই*[৩২] এবং *সাদাকাহ*[৩৩]। সুতরাং ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত প্রত্যয় ও পদক্ষেপে উপরে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো আজও যথাযথ বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব হলে দারিদ্র্য বিমোচনে দ্রুত সুফল বয়ে আনবে।

৩. ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনের ইতিবাচক কৌশলসমূহ

দারিদ্র্য নামক অপবাদ থেকে মুক্তির আশায় প্রাচীনকাল হতে চলছে মানবজাতির নিরন্তর লড়াই। আজও দারিদ্র্য বিমোচন প্রত্যেক রাষ্ট্র ও সরকারের মূল প্রতিপাদ্য কর্মসূচি। প্রতিদিন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ বিষয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, সভা ও কর্মশালা। গৃহীত হচ্ছে নিত্য-নতুন কর্মসূচি ও পদক্ষেপ। তবে দারিদ্র্য নিশ্চিহ্ন হচ্ছে না। কিন্তু একটু পিছনে ফিরে তাকালে দেখা যায়, মদীনাভিত্তিক ইসলামী জনকল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক যুগের ভেতর ইসলামী খেলাফত অধ্যুষিত বিশাল জনপদ হতে দারিদ্র্য লেজ গুটিয়ে পালিয়েছিল। দারিদ্র্য বিমোচনে কতিপয় কর্মকৌশল নির্ধারণ করা জরুরী। যার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। ইসলামে এ ব্যাপারে অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ রয়েছে। সে কৌশলগুলো উল্লেখ করা হলো:

ক. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মানুষের কর্মসংস্থানের অধিকারের কেবল স্বীকৃতিই দেয়া হয়নি বরং এর নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এজন্যই ইসলাম ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে কর্মসংস্থানের উপর জোর দিয়েছে। আল-কুরআনে মানুষকে জমীনের আবাদ ও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৩৪] ইসলামে নিজ হাতের কাজকে সর্বোত্তম 'হালাল রিযিক' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এজন্য দেখা যায় যে, আল্লাহর নবী দাঊদ আ. নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন'।[৩৫] রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীগণ নিজেদের কাজ নিজেরাই করতেন।[৩৬] কারো পক্ষে এক বোঝা লাকড়ি সংগ্রহ করে পিঠে বহন করে নেয়া উত্তম, কারো কাছে সাওয়াল করার চেয়ে।[৩৭] হাদীসে এসেছে, আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সা. বলেছেন,

لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

'তোমাদের যে কেউ ভোর বেলা বের হয়ে কাঠের বোঝা পিঠে বহন করে এনে তা থেকে সে সাদাকাহ করে ও লোকের কাছে সাহায্য চাওয়া থেকে মুক্ত থাকে, সে ঐ ব্যক্তি থেকে অনেক ভাল, যে কারো কাছে সাওয়াল করে, যে তাকে দিতেও পারে, নাও পারে। উপরের হাত নীচের হাত হতে উত্তম। যাদের লালন-পালনের দায়িত্ব তোমার উপর রয়েছে তাদের দিয়ে (সাদাকাহ) শুরু কর'।[৩৮] আবূ বাকর রা. নিজে ব্যবসা করে পরিবার পরিচালনা করতেন।[৩৯]

সম্মানজনক জীবিকা উপার্জনের জন্য ইসলাম গঠনমূলক কার্যক্রমের নীতি পেশ করেছে। শ্রমবিমুখ অলস জীবনকে ইসলাম অত্যন্ত ঘৃণা করে। রাসূলুল্লাহ সা. শ্রমজীবী ও পেশাজীবী মানুষদের আল্লাহর বন্ধুত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে হীনমন্যতার অবসান ঘটিয়েছেন, যা দারিদ্র্য বিমোচনে

ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।[৪০] আল্লাহ তা'আলা বলেন, [**لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ**] 'নিশ্চয় আমি মানুষকে কঠোর কষ্ট ও শ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি'।[৪১] অতএব কঠোর শ্রম-সাধনা ও কর্ম প্রচেষ্টা কোন ব্যক্তি ও জাতির ভাগ্যোন্নয়নে সিংহভাগ অবদান রাখে। পক্ষান্তরে অলসতা ও পরমুখাপেক্ষীতা দারিদ্র্যের প্রবৃদ্ধি ঘটায়। সুতরাং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণে ব্যক্তি ও সমাজের সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা অর্জন ও উপার্জনে ভূমিকা রাখার কোন বিকল্প নেই। রাষ্ট্র সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ নিশ্চিত করবে।[৪২] ইসলাম প্রত্যেক সক্ষম নাগরিকের উপর তার নিজের ও তার উপর নির্ভরশীলদের জন্য জীবিকা অর্জন করার জন্য কাজ করা ফরজ করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ] "তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।"[৪৩] সম্পদ পুঞ্জিভূত করে রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম হওয়ার কারণে সম্পদ অলস পড়ে থাকবে না বরং প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হবে। সম্পদশালীরা বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজতে থাকবে। ফলশ্রুতিতে অনেক কর্মসংস্থান ও সম্পদ সৃষ্টি হবে এবং এভাবে অভাব দূরীভূত হয়ে দারিদ্র্য বিমোচন হবে। দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক দিক হিসেবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে ইসলামের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও দিক-নির্দেশনা রয়েছে। যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে বেকারদের দ্রুত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে, তাহলে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে কতিপয় উপায় ও কৌশল নির্ধারণ করা জরুরী। যেমন, হালাল উপায়ে ব্যবসা পরিচালনা করার দ্বার উন্মোচন[৪৪], নদ-নদী প্রকল্প/মাছ চাষ করার সুযোগ সৃষ্টি, ডেইরি ফার্মের মাধ্যমে পশুপালন কর্মসূচী, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি। তবে এক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে বেকারদের ব্যাপকহারে কসর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

খ. জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি

দারিদ্র্য বিমোচনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিক হলো জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করা। জাতীয় উৎপাদন ও আয়ের তিনটি ধারণা রয়েছে। **ক. মোট জাতীয় উৎপাদন, খ. মোট দেশজ উৎপাদন** এবং **গ. নিট জাতীয় উৎপাদন**। উক্ত তিনটি ধারণা যখন বৃদ্ধি করা হবে, তখন দেশের সামগ্রিক জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। যা দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো- ব্যক্তি, সমাজ, গোষ্ঠী কিংবা কোন রাষ্ট্রকে স্বেচ্ছাধীনভাবে আয় করার যেমন সুযোগ নেই, তেমনি ইচ্ছামতো ভোগ ও ব্যয়েরও কোন সুযোগ নেই। ইসলামে জাতীয় উৎপাদন, দেশজ উৎপাদন, সম্পদ উপার্জন, ব্যবহার ও বন্টনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে।[৪৫] ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার কোনই সুযোগ নেই।[৪৬] এজন্যই তো পণ্যের দোষ-ত্রুটি স্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।[৪৭] অন্যদিকে মজুদদারীও সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।[৪৮]

গ. সুষম বন্টন ব্যবস্থা

সুষম বন্টন ব্যবস্থা দারিদ্র্য বিমোচনের আরেকটি দিক। ইসলামী বন্টন নীতিমালা অসমবন্টন নয় বরং ইনসাফপূর্ণ ও সুবিচার বা সুষম বন্টন নীতিমালাই হলো ইসলামের মৌলিক নীতিমালা। ইসলামে রয়েছে যথার্থ মুক্তবাজার অর্থনীতি। যা সম্পূর্ণরূপে তাক্বওয়া, সততা, মানবিকতাবোধ ও নৈতিকতার বেড়াজালে পরিবেষ্টিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّاوَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ]

'তারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বন্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করি, পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে এবং তারা যা জমা করে তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর'।[৪৯] উপর্যুক্ত আয়াত থেকে

এটি প্রতিভাত হয় যে, ইসলামের অর্থনীতিতে কারও কাছেই সম্পদ পুঞ্জীভূত হবার সুযোগ নেই। অর্থাৎ কোন না কোন পদ্ধতিতে একের হাত থেকে অন্যের হাতে বিভক্ত হবেই। ন্যায়ভিত্তিক সম্পদ বণ্টন না হলেই সামাজিক অসমতার সৃষ্টি হয়।[৫০] একটি দেশের জনপ্রতি বার্ষিক আয় বিপুল পরিমাণ হলেও সে দেশে দারিদ্র্যাবস্থা বিরাজমান থাকতে পারে। এ জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে উপাদান কাজ করে তার ভিত্তিতে উৎপাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে অর্জিত আয় সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা জরুরী। এতে আয়ের ব্যবহারিক বিতরণের প্রশ্ন এসে যায়। পাশ্চাত্যের প্রচলিত অর্থনীতিতে এ ধরনের বণ্টন হয় বিচারের নিয়মনীতি ছাড়াই চাহিদা ও সরবরাহের বাজার সূত্রের মাধ্যমে। কিন্তু উপকরণের মূল্য সংক্রান্ত ইসলামী নীতির ভিত্তি হচ্ছে ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতা।[৫১] এক্ষেত্রে *আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার* অন্যতম একটি মূলনীতি। এরই আলোকে প্রত্যেকেই যা হালাল তা অর্জনের জন্য যেমন সচেষ্ট হবে তেমনি যা হারাম তা বর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবে।[৫২] সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলামী মীরাস বা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বাঁটোয়ারা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।[৫৩]

ঘ. সম্পদের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি

ইসলামী অর্থনীতি মানবসম্পদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের বৈধ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে চায়। অপরদিকে অপচয় রোধ, সুষম বণ্টন ও আবর্তন নিশ্চিত করে দারিদ্র্যবিমোচন ও অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপন করতে চায়।[৫৪] এছাড়া সম্পদ বণ্টন এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী। **এক.** মানুষের অধিকারে যেসব সম্পদ আছে সবকিছু আল্লাহ প্রদত্ত। **দুই.** পরকালীন সফলতাকে সামনে রেখে ব্যয় করা। **তিন.** যেহেতু সম্পদ আল্লাহ প্রদত্ত তাই এসবের ব্যয় আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী হতে হবে। **চার.** আয়ের উৎস হারাম হতে পারবে না এবং হারাম কাজে অর্থ ব্যয়ও হতে পারবে না। **পাঁচ.** মজুদদারী নিষিদ্ধ। **ছয়.** অপব্যয় না করা। **সাত.** ইসলামী রাষ্ট্র দুর্বল ও অসহায় লোকদের অভিভাবক হিসেবে কাজ করবে।[৫৫]

ইসলামের দৃষ্টিতে উৎপাদনের তিনটি উপাদান রয়েছে। **এক.** পুঁজি, **দুই.** ভূমি ও **তিন.** শ্রম।[৫৬] নিম্নে এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হলো:

এক. পুঁজি (Capital): উৎপাদনের ঐ উপকরণ বা উপাদান, যাকে ব্যয় অথবা রূপান্তর করা ব্যতিরেকে উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করা সম্ভবপর নয়। তাই একে ভাড়ায় খাটানো যায় না। যেমন- নগদ টাকা, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি।

দুই. ভূমি (Land): উৎপাদনের যে উপকরণকে কোন রকমের রূপান্তর না করেই খাটানো যায়, তাই একে ভাড়া হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন-জমি, বাসগৃহ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

তিন. শ্রম (Labour): মানুষের শারীরিক ও মানবিক উভয় প্রকারের মেহনত। সুতরাং ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যও এরই অন্তর্ভুক্ত।[৫৭]

উপর্যুক্ত উৎপাদকগণ বা উপাদানের মিলিত শ্রমের ফলে যে সম্পদের সৃষ্টি হয় তা প্রথমত তাদের সকলের মধ্যে এরূপভাবে বণ্টন করে দেয়া হয় যে, প্রথম অংশ মুনাফা হিসেবে পুঁজির প্রাপ্য সুদ হিসেবে নয়। দ্বিতীয় অংশ ভূমির জন্য ভাড়া বাবদ, আর তৃতীয় অংশ শ্রমকে মজুরী হিসেবে দেয়া হয়। অতএব দারিদ্র্য বিমোচনের ইসলামের উপর্যুক্ত ব্যবস্থাপনা অনুসারে যদি প্রত্যেকটি মানুষ ধন উপার্জন, ধনবণ্টন এবং ধনব্যয় নীতি মেনে চলে, তাহলে যেকোন সমাজ বা রাষ্ট্রে সুবিচার ও সুষম অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা হবে এবং দারিদ্র্যমুক্ত হবে।

ঙ. যাকাত ব্যবস্থা

ইসলামী জীবন দর্শনে দারিদ্র্য বিমোচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিক হলো যাকাত। এটি একটি ফরয 'ইবাদত। সমাজের দরিদ্র, সহায়-সম্বলহীন মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য যাকাতের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। যাকাত মুসলিমদের ব্যবহারিক জীবনে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের মূলোৎপাটন করে এক অভেদ্য সমাজ গঠনের শিক্ষা দেয়। যাকাত মানবতা প্রতিষ্ঠার এক কার্যকর পদক্ষেপ। রাসূল (সা.) এর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজস্ব আয়ের অন্যতম মাধ্যম ছিল যাকাত।[৫৮] দারিদ্র্য বিমোচনের স্থায়ী সমাধানে যাকাতের রয়েছে অপরিসীম ভূমিকা। সুষম অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় যাকাতের কোন জুড়ি নেই। বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে যাকাত একটি মাইলফলক। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। ফলে বৈষম্যহীন সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (মৃ. ১২৬৩/১৩২৮ খ্রি.) বলেন, **وَيَزِيْدُ فِيْ الْمَعْنَى يَطْهُرُ نَفْسُ الْمُتَصَدِّقِ تَزْكُوْ وَمَالُهُ يَزْكُوْ** 'দানকারী ব্যক্তির অন্তর পবিত্র হয়। আর তার মাল বিপদমুক্ত ও পবিত্র হয় এবং প্রকৃতার্থে তার মালও বৃদ্ধি পায়'।[৫৯]

ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের গুরুত্ব এতই বেশি যে, কেউ যদি তা দিতে অস্বীকার করে তাহলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করা যাবে বা তাকে শাস্তির সম্মুখীন করা যাবে।[৬০] এমনকি সে কাফির হিসেবে পরিগণিত হবে।[৬১] তাছাড়া যাকাত পরিত্যাগকারীর স্থান জাহান্নাম।[৬২] তাই যাকাত প্রদানে কোন ধরনের কূটকৌশলও করা যাবে না।[৬৩]

যাকাত প্রদানের ৮টি খাত মূলত দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান হাতিয়ার। যাকাত যদি পরিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে বণ্টন হয়, তাহলে সমাজ হতে দারিদ্রতা বিদায় নিবে। তাছাড়া দারিদ্রতা নির্মূল এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রেও যাকাতের ভূমিকা অনন্য। আল্লাহ তা'আলা যাকাত বণ্টনের জন্য নির্দিষ্ট খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা সঠিক ভাবে আদায় হলে সমাজ থেকে দারিদ্রতা এবং সুদ নির্মূল করা সম্ভব।[৬৪] যাকাতের অর্থ বণ্টনের ৮টি খাতের মধ্যে ছয়টি খাতই দারিদ্র্যের সাথে সম্পৃক্ত।[৬৫] ইসলামের যাকাত ও অন্যান্য ধর্মের দান-সাদাকার মাঝে যেমন পার্থক্য আছে তেমনি যাকাত ও রাষ্ট্রীয় ট্যাক্সের মাঝেও পার্থক্য আছে।[৬৬] শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) বলেন, 'যাকাত দু'টি লক্ষ্যে নিবেদিত- আত্মশৃংখলা ও সামাজিক দারিদ্র্য নিরসন'। বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানী ড. হাম্মুদাহ আব্দালাতি বলেন, 'যাকাত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুঃখ-কষ্ট নিবারণ করে। এটি অভাবীদের জন্য স্বস্তি ও ভাগ্যোন্নয়নের শ্রেষ্ঠ উপায়'।[৬৭] যাকাতের অর্থ নিম্নোক্ত খাতে ব্যয় করলে দারিদ্র্য বিমোচনের পথ উন্মুক্ত হবে। যেমন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ, চিকিৎসা/স্বাস্থ্যনীতি জোরদারকরণ, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার করা, বস্ত্রশিল্প/পোশাকশিল্পের অগ্রসরতা, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা জোরদার করা, ইসলামী গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন, দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্থদের সহযোগিতা প্রদান করা, মসজিদ ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ, যাকাত কল্যাণ ট্রাস্ট ও উপায়-উপকরণ সরবরাহ, অর্থনীতিতে দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা অর্জনে যাকাত। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুণর্বাসন, মুনাফাবিহীন কর্জে হাসানা, ব্যবসায়ে পুঁজি সরবরাহসহ যাকাত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা ও স্থিতিশীলতা আনয়ন করে। গ্রামীণ বিত্তহীন-ভূমিহীনদের জন্য কর্মসূচী, বেকার সমস্যার সমাধানে যাকাত, কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে যাকাত, পল্লীর জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়নে যাকাত, অর্থনৈতিক মজুতদারী দূরীকরণে যাকাত, শিল্পকারখানা স্থাপন ইত্যাদি। অতএব একথা সর্বজন বিদিত যে, দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের ইতিবাচক কৌশল হিসেবে যেগুলো আলোচনা করা হলো, সেগুলো যথাযথ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালিত হলে রাষ্ট্রকে দারিদ্র্যের হিংস্র আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যাবে। সুতরাং দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করার বিকল্প কোন পথ নেই।

৪. ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

কোন কিছু বাস্তবায়নের জন্য যেমন বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়, তেমনি কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাও বাঞ্ছনীয়। তাই দারিদ্র্যের মত অভিশাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে সাথে কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। সমাজে বিত্তবান ও বিত্তহীন, ধনী ও দরিদ্র এ দু'শ্রেণীর উদ্ভব হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে সম্পদ কতিপয় হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া। ইসলামী অর্থনীতিতে এমন কতকগুলো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার বিধান রয়েছে যার ফলে সম্পদ কেন্দ্রীভূত বন্ধ হয় এবং সম্পদের ইনসাফপূর্ণ বণ্টন সম্ভব হয়।[৬৮] এক্ষেত্রে উন্নয়নশীল অর্থনীতির সমস্যাগুলো নিরসন করার কোন বিকল্প নেই।

একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে চারটি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। বাধাগুলো হচ্ছে অবকাঠামোগত দুর্বলতা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ঘাটতি, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং আন্তর্জাতিক বাজার ও অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা কমে যাওয়া।[৬৯] এছাড়া মালিকানা নিয়ন্ত্রণ[৭০], ধনবণ্টনে বৈষম্য দূরীকরণ[৭১], সঞ্চয় ও ভোগের সমন্বয় সাধন[৭২], সুদ, ঘুষ ও জুয়া প্রথার উচ্ছেদ[৭৩] করা দরকার। সাথে সাথে দুর্নীতি ও আত্মসাৎ প্রথার উচ্ছেদ সাধন[৭৪], মাদকাসক্তির নিয়ন্ত্রণ[৭৫], পরনির্ভরশীলতা নীতি বর্জন[৭৬], হারাম পণ্যের ব্যবসা, দালালী বা প্রতারণা, ওজনে কম-বেশি করা, পণ্যের দোষ গোপন করা ইত্যাদি বিষয়গুলো যদি কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা যায়, তাহলে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও প্রতিরোধে ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। ইসলাম নানাবিধ মাধ্যম প্রয়োগ করে দারিদ্র্য নির্মূলের চেষ্টা করেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থিক বৈষম্য মুছে ফেলতে একদিকে যেমন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি ও নিজ হাতে উপার্জন করার প্রতি ইসলাম ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেছে, তেমনি ধনী শ্রেণীর উপর আর্থিক ইবাদতের বিধান আরোপ করেছে। উভয়ের সামষ্টিক বাস্তবায়নেই সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দরিদ্র্যতা দূর করা সম্ভব। সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থা বিবেচনায় ইসলাম দারিদ্র্য দূর করার জন্য বিশেষ স্থায়ী মূলনীতি প্রণয়ন করেছে। এ মূলনীতিগুলো হলো নিম্নরূপ:

ক. শ্রম বিনিময়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান: জনজীবনে শ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই আল-কুরআন ও সুন্নাহতে শ্রম বিনিময়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম এসব জাতিকে সালাত আদায়ের পরই নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন পূর্ণ করার লক্ষ্যে রিজিক অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া ক্রয়-বিক্রয়, ক্ষেত-খামারসহ উপার্জনের যত মাধ্যম রয়েছে, সবগুলো ব্যবহার করার প্রতি এ আয়াতগুলোতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, আর্থিক উন্নতির জন্য জমিনে ছড়িয়ে পড়া, আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক অনুসন্ধান করা এবং শারীরিক সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্যমুক্ত জীবন অর্জনের চেষ্টা করা।

খ. যাকাত আদায় : ধনীদের সম্পদে আল্লাহ তা'আলা অভাবগ্রস্থ ও নিঃস্বদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ধনীদের সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ অভাবগ্রস্থদের মালিকানায় দেয়ার মাধ্যমে ইসলাম দরিদ্রতা নির্মূল করার প্রয়াস চালিয়েছে। এ মর্মে ইসলাম উশর ও যাকাতের বিধান প্রবর্তন করেছে। উশর ও যাকাতের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত করা সম্ভব।

গ. সাধারণ দান : আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার নিমিত্তে অসহায় লোকদের মাঝে সাদাকাহ করাকে সাধারণ দান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। বিত্তশালী ব্যক্তিদেরকে তাদের অঢেল সম্পদ থেকে সামর্থ্য পরিমাণ সম্পদ অভাবগ্রস্থদেরকে দান করার প্রতি উৎসাহ করার মাধ্যমে ইসলাম দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টা করেছে। ধনীদের সামান্য সহযোগিতায় যেকোনো ধনহীন ব্যক্তি নিজের জীবন থেকে দরিদ্রতার কষাঘাত দূর করতে সক্ষম হতে পারে। সুতরাং ইসলাম টেকসই ভবিষ্যৎ গড়তে ও দারিদ্র্য-বৈষম্য নিরসনে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলাম দারিদ্র্যের মূলে কুঠারাঘাত করে ক্ষুধা ও অভাবমুক্ত সুন্দর সমাজ উপহার দিতে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছে। সমাজে শোষণ ও নির্যাতন

বন্ধের লক্ষ্যে ইসলাম প্রচলিত নিম্নোক্ত অর্থ ব্যবস্থা দারিদ্র্যকে ত্বরান্বিত করে বলে তা মূলৎপাটিত করার নির্দেশ দিয়েছে। এ বিষয়গুলো সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে অপসারিত হলে দারিদ্র্য রাষ্ট্র থেকে বিদায় নেবে।

এক. সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা : সুদ শোষণ ও নির্যাতনমূলক হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে- এটি সমাজে ধনী-গরীব বৈষম্য সৃষ্টি করে। এতে ধনী আরও ধনী হয় এবং দরিদ্র্য হয় আরও দরিদ্র্য। পৃথিবীর বরেণ্য অর্থনীতিবিদদের গবেষণায় সুদ যে চরম ক্ষতিকর তা প্রমাণিত হয়েছে। মহাগ্রন্থে আল-কুরআনে সুদের অপকারিতাকে বিবেচনায় এনে আল্লাহ তা'আলা সুদকে হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন। বিত্তবানরা মনে করে যে, সম্পদ আহরণ করে সুদী ব্যবসায়ে নিয়োগ করলে সম্পদ বেড়ে যায়। কিন্তু ইসলাম এ পদ্ধতিকে অস্বীকার করে। ইসলাম মনে করে, সৎকাজে অর্থ নিয়োগ করলেই সম্পদ বেড়ে যায়। সুতরাং সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কারণে সম্পদ বন্টনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং শিল্প ও বাণিজ্যের মন্দাভাব জাতির অর্থনৈতিক জীবনকে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় পৌঁছে দেয়। এর তুলনায় ইসলামী যুগের প্রথম দিকের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যখন সেখানে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে জাতীয় স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। যার ফলে যাকাত গ্রহিতাদেরকে খুঁজে বেড়ানো হতো। কিন্তু কোথাও তাদের সন্ধান পাওয়া যেতো না। এ দুটি অবস্থাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে আল্লাহ সুদকে কিভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সাদাকাহকে ক্রমোন্নতি ও ক্রমবৃদ্ধি দান করেন তা দ্ব্যর্থহীনভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

দুই. অবৈধ পন্থায় উপার্জন: অবৈধ পন্থায় উপার্জন সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য ক্ষতিকর। যেমন-মদ, জুয়া, অশ্লীল সিনেমা, গান ও চোরা কারবারি ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে একটি শ্রেণী বিপুল বিত্তবৈভবের মালিক হয়, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ হয় প্রতারিত। এসব বিবেচনা করে ইসলাম এমন উপার্জনকে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি বৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনকে হালাল করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।'[৭৭]

তিন. ব্যবসায়িক অসাধুতা: ব্যবসায়িক অসাধুতা দারিদ্র্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ। বস্তুবাদিরা বলে থাকে যে, সুদ ও ব্যবসা একই জিনিস। ব্যবসায় নিয়োগ করা টাকার মুনাফা যদি বৈধ হয় তাহলে ঋণ স্বরূপ দেয়া টাকার মুনাফা অবৈধ হবে কেন? এছাড়া অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের অবৈধ নীতির সাহায্যে বাজারে প্রভাব ফেলে, যা সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির সম্মুখীন করে। যেমন অসাধু ব্যবসায়ীরা মন্দা বাজারে সস্তায় মালামাল ক্রয় করে গুদামজাত করে থাকে এবং পরবর্তীতে চড়া মূল্যে বিক্রয় করার নীতি গ্রহণ করে থাকে। একটি দেশকে দারিদ্র্যতার দিকে ঠেলে দেয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট। যদি উপর্যুক্ত এ তিনটি বিষয়কে সমাজ থেকে মূলৎপাটন করা যায় তা হলে দারিদ্র্য প্রতিরোধে এটি এক নিয়ামক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

৫. উপসংহার

ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও জাতির কল্যাণ-অকল্যাণে দারিদ্র্য বিমোচনের অবদান অপরিসীম। একটি দেশের জাতীয় উন্নয়ন নির্ভর করে সে দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর। দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার দ্বার উন্মোচিত হয়। ফলে সকল সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হয়ে এক অনুপম বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সেটা কেবল ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যাকাতের মাধ্যমেই সম্ভব। মূলত যাকাত ব্যবস্থাই শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যাকাত, সাদাকাহ বা দান, উপঢৌকন, আপ্যায়ন ইত্যাদি এ সকলের মাধ্যমে সম্প্রীতি, ঐক্যবোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা এবং কল্যাণ কামনার বুনিয়াদের সকল বৈষম্য দূর হয়ে সাম্য-মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বভিত্তিক কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ইসলামে সামাজিক বৈষম্য দূর করে সাম্য মৈত্রীর সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাকাত বিধান এক বিস্ময়কর ব্যবস্থার নাম। এভাবেই জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচনের প্রভাবটা প্রশংসনীয়। সুতরাং দারিদ্র্যের কষাঘাতকে রুখে দিতে একটি কার্যকর কৌশল ও নিয়ামক শক্তি হিসেবে যাকাত গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করে থাকে। কেননা দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী নীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস ও সামাজিক ন্যায় বিচারের ইসলামী ধারণা। দারিদ্র্য বিমোচন সম্পর্কে ইসলামে রয়েছে যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত দিক নির্দেশনা। প্রবন্ধটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রতিরোধ কল্পে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়িত হলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক সমৃদ্ধ হবে। এ ব্যবস্থা ও কৌশল গুলো নিম্নরূপঃ

এক. সমাজে দারিদ্র্য বিষয়ক সচেতনাবোধ সৃষ্টিকরা। এ মর্মে ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা ভিত্তিক সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করণ।

দুই. কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা।

তিন. কর্ম সংস্থানের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র কুঠির শিল্প, কৃষি ঋণ প্রদান, শিল্প কারখানা গড়ে তোলা।

চার. উদবাস্তুশ্রেণির লোকদের জন্য গৃহায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।

পাঁচ. ভূমিহীন লোকদের জন্য চাষাবাদের ক্ষেত্র গড়ে তোলা ও ব্যবস্থা করা।

ছয়. কুটির শিল্প গড়ে তোলা।

সাত. দেশের বিভিন্ন স্থানে বেকার যুবকদের জন্য কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলা, যেমন- কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিষয়ক ট্রেনি কোর্স চালু করা, সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের অধীনে সামাজিক উন্নয়ন মূলক অফিস ও কেন্দ্র স্থাপন করা। এতে অগ্রধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবকদের চাকুরী প্রদান করা।

আট. জাতীয় উন্নয়নের জন্য বিদেশে শ্রমিক সরবরাহ করা। ফলশ্রুতিতে *রেমিট্যান্স* বৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

নয়. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভৌগলিক অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন শিল্প কারখানা গড়ে তোলা।

দশ. মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু করা।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

---

১ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, "দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত", *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১ম প্রকাশ ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২৪।

২ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দির রাজ্জাক আল-হাসীনী আয-যুবাইদী, *তাজুল আরূস মিন জাওয়াহিরিল কামূস*, ১৩ তম খণ্ড (প্রকাশস্থান বিহীন : দারুল হিদায়াহ, তা.বি.), পৃ. ৩৩৬।

৩ আবূ মানসূর মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল-আযহারী, *তাহযীবুল লুগাত*, ৯ম খণ্ড (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১০২।

৪ ইবরাহীম মোস্তফা, আহমাদ যিয়াত, হামিদ 'আব্দুল কাদির ও মুহাম্মাদ আন-নাজ্জার, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, ২য় খণ্ড (প্রকাশস্থান বিহীন : দারুদ দাওয়াহ, তা.বি.), পৃ. ৬৯৭।

৫ মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, ২য় খণ্ড (দামিস্ক : দারু ইবনি কাসীর, ১ম সংস্করণ ১৪১৪ হি.), পৃ. ৪২৫।

৬ **الفقير المحتاج المتعفف عن المسالة و المسكين المحتاج السائل**-মুহাম্মাদ ইবনু জারীর ইবনু ইয়াযীদ ইবনু কাসীর ইবনু গালিব আল-আমালী আবূ যা'ফর আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন*, ১৪ খণ্ড (মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ ১৪২০ হি./২০০০খ্রি.), পৃ: ৩০৫-৩০৬ ।

৭ **الفقير الجالس في بيته والمسكين الذى يسعي**-প্রাগুক্ত।

[৮] **الفقير من به زمانه و مسكين الصحيح الجسم** -আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবনু 'উমার ইবনু কাসীর আল-কুরাইশী আদ-দিমাশকী, *তাফসীরুল কুরআনীল 'আযীম*, ৪র্থ খণ্ড (দারুত তাইয়েবা, ২য় সংস্করণ ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৬৫-১৬৬।

[৯] "Poverty is such an oppressive socio-economic condition where people cannot meet the bare subsistence of living; to depend on other for livelihood and to possess low status in the society" দ্রঃ মোঃ শহীদুল্লাহ, *সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ* (ঢাকা : গ্রন্থ কুটির, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারী, ২০১৮/'১৯), পৃ. ৯১।

[১০] বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও কলামিস্ট।

[১১] *দৈনিক আজকের কাগজ*, ২৩ জুলাই, ১৯৯৩।

[১২] ইমাম গাযালী, হুজ্জাতুল ইসলাম, *কিমিয়ায়ে সাআদাত*, অনুবাদক: মাওলানা নূরুর রহমান, ১ম খণ্ড (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৫, পৃ. ৮৬-৯৩, ১৫৬-১৫৭।

[১৩] মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, "দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত", *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, পৃ. ২৪-২৫।

[১৪] Michael Roze, *The relief of Poverty*, Macmillan, London.

[১৫] মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, "দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত", *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, পৃ. ১৮।

[১৬] P.D. Ojha, Configuration of Indian Poverty, 1970, RDI Bulletin, 24 (1), P-1-12; S. Montek Ahluwalia, Rural Poverty and Agricultural Performance in India", *Journal of Development Studies*, 1978.

[১৭] মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, "ক্ষুদ্রঋণের জন্য খাই-খালাসী আইন প্রয়োজন", *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫৮তম বর্ষ, ৩২২তম সংখ্যা, ২২ নভেম্বর, ২০১০, পৃ. ১০।

[১৮] শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ* (রাজশাহী : দি রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০০ খ্রি.), পৃ. ২৪৬।

[১৯] মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, "দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত", *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, পৃ. ২১।

[২০] Roberr Chambers, 1988 :`*Poverty in India, concepts Research and Reality*', Discussion paper 241, IDS, Sussex.

[২১] মিতবাক, "দিন বদলায়", *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫৮তম বর্ষ, ৩২৩তম, সংখ্যা, ২৩ নভেম্বর, ২০১০, পৃ. ১০।

[২২] সূরাহ আল-জুমু'আহ : ১০।

[২৩] সূরাহ হুদ : ৬।

[২৪] সূরাহ লুকমান : ২০।

[২৫] সূরাহ আল-মুলক : ১৫।

[২৬] মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, "দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত", *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, পৃ. ২২।

[২৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫।

[২৮] আবুল হাসান নূরুদ্দীন মোল্লা আলী ক্বারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতিল মাসাবীহ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ ১৪০২ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ১২৮০।

[২৯] হাফিয মুহাম্মদ ইবরাহিম তাহির কিলানি, মাওলানা তানভির আহমদ ও হাফিয আবদুল্লাহ নাসির মাদানি, *সীরাত বিশ্বকোষ*, অনুবাদ : আবদুল কাইয়ুম শেখ, ৫ম খণ্ড (ঢাকা : মাকতাবাতুল আযহার, ১ম প্রকাশ, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ১৪২; ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত : গুরুত্ব ও প্রয়োগ* (ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় সংস্করণ ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৮০-৮১।

[৩০] আহমাদ ইবনু 'আব্দিল হালীম ইবনু তাইমিয়্যাহ, *আস-সিয়াসাহ আশ-শার'ঈয়্যাহ ফী ইসলাহির রা'য়ী ওয়ার রা'ইয়্যাতি* (বৈরুত : দারুল মা'আরিফাহ, তা.বি.), পৃ. ৬২।

[৩১] *সীরাত বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪০-১৪১; কাযী আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ* (বৈরূত : দারুল মা'আরিফাহ, তা.বি.), পৃ. ২২।

[৩২] সূরাহ আল-হাশর : ৬; *সীরাত বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪১-১৪২।

[৩৩] সূরাহ আল-বাকারাহ : ১৯৫; সূরাহ আয-যারিয়াত : ১৯; সূরাহ আল-বাকারাহ : ২৬৭।

[৩৪] 'আব্দুর রহমান ইবনু নাসির ইবনু 'আব্দিল্লাহ আস-সা'আদী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরী কালামিল মান্নান* (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩৮৪।

[৩৫] মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল আবূ 'আব্দিল্লাহ আল-বুখারী আল-জু'ফী, *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড (বৈরুত : দারু ইবনি কাসীর, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৭৩০, হাদীস নং-১৯৬৬।

[৩৬] আহমাদ ইবনু শু'আইব আবূ 'আব্দির রহমান আন-নাসাঈ, *সুনানুন নাসাঈ আল-কুবরা*, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), পৃ.৫২২, হাদীস নং-১৬৮২।

[৩৭] *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩০, হাদীস নং-১৯৬৮।

[৩৮] *সহীহ মুসলিম*, পৃ. ৩১২, হাদীস নং-১০৪২ 'যাকাত' অধ্যায়-১২, অনুচ্ছেদ-৩৪।

[৩৯] আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবনু 'আলী ইবনু মূসা আবূ বাকর আল-বাইহাকী, *সুনানুল বাইহাকী আল-কুবরা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (মক্কাতুল মুকাররমা : মাকতাবাতু দারিল বায, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৩৫৩, হাদীস নং-১২৭৮৫।

[৪০] মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, "দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত", *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, পৃ. ২৯-৩০।

[৪১] সূরাহ আল-বালাদ : ৪।

[৪২] মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল আবু 'আব্দিল্লাহ আল-বুখারী আল-জু'ফী, *আল-আদাবুল মুফরাদ* (বৈরূত : দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৫২, হাদীস নং-১১২; আহমাদ ইবনু 'আলী ইবনুল মুসান্না আবূ ই'আলা আল-মূসীলী আত-তামীমী, *মুসনাদু আবী ই'আলা*, ৫ম খণ্ড (দামিস্ক : দারুল মামূন লিত তুরাস, ১ম সংস্করণ ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৯২, হাদীস নং-২৬৯৯।

[৪৩] সূরাহ আল-মুলক : ১৫।

[৪৪] *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৭২, হাদীস নং-৩২৬৬।

[৪৫] সূরাহ আন-নিসা : ২৯; সূরাহ আত-তাওবাহ : ৩৪; সূরাহ আল-বাকারাহ : ২৭৫; সূরাহ আল-হাশর : ৭; সূরাহ আল-জারিয়াহ : ১৯; সুলাইমান ইবনুল আশ'আস আবূ দাঊদ আস-সিজিস্তানী *সুনানু আবী দাঊদ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ২৭৪, হাদীস নং-৩৩৭৬।

[৪৬] মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইন আন-নাইসাপুরী *সহীহ মুসলিম*, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ৯৯, হাদীস নং-১০২।

[৪৭] *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৬৪, হাদীস নং-১৫৩২।

[৪৮] *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২৭, হাদীস নং-১৬০৫; মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান ইবনু আহমাদ, *সহীহ ইবনু হিব্বান*, ১১শ খণ্ড (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৩০৮, হাদীস নং-৪৯৩৬।

[৪৯] সূরাহ আয-যুখরুফ : ৩২।

[৫০] শাহ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, "শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ হযরত মুহাম্মদ (সা)", *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, পৃ. ১২৩।

[৫১] মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, "দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত", *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, পৃ. ৩২-৩৩।

[৫২] শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি (নির্বাচিত প্রবন্ধ)*, পৃ. ৩৮-৩৯।

[৫৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০।

[৫৪] সূরাহ আল-বাকারাহ : ৩; সূরাহ আল-বাকারাহ : ১৬৮; সূরাহ বানী ইসরাঈল : ২৭; সূরাহ আন-নূর ৩৩; সূরাহ আয-যারিয়াত : ১৯; সূরাহ আত-তাওবাহ : ৬০; সূরাহ আল-বাকারাহ : ১৭৭।

[৫৫] মোঃ জিল্লুর রহমান পাটোয়ারী, "ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ উপার্জন, বণ্টন ও ব্যয়নীতি", *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ৭ই মার্চ ২০১০।

[৫৬] মুফতী মুহাম্মাদ শফী, *ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ বণ্টন* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ ১৯৯৮), পৃ. ১১।

[৫৭] *তদেব*।

[৫৮] *সীরাত বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫-১৩৭।

[৫৯] তাক্বীউদ্দীন আবুল 'আব্বাস 'আব্দুল হালীম ইবনু তায়মিয়াহ, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, ২৫তম খণ্ড (মদীনা : মাজমাউল মালিক ফাহাদ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৮।

[৬০] 'আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু কুদামা আল-মাকদিসী, *আল-মুগনী*, ২য় খণ্ড (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি.), পৃ. ৪৩৩।

[৬১] মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-'উসাইমীন, *মাজমূ'উ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল*, ১৮তম খণ্ড (দারুল ওয়াতান, ১৪১৩ হি.), পৃ. ১৪।

[৬২] সুলাইমান ইবনু আহমাদ ইবনু আইয়ূব আবুল কাসিম আত-তাবারাণী, *আল-মু'জামুস সাগীর*, ২য় খণ্ড (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৪৫, হাদীস নং-৯৩৫।

[৬৩] *সহীহুল বুখারী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫৫১, হাদীস নং-৬৫৫৬; আহমাদ ইবনু হাজার আল-'আসকালানী, *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত : দারুল মা'আরিফ, ১৩৭৯ হি.), পৃ. ৩১৪; আবুল 'আলা মুহাম্মাদ 'আব্দির রহমান ইবনু 'আব্দির রহীম আল-মুবারকপুরী, *তুহফাতুল আহওয়াযী বিশারহি জামি'ইত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ২০৪।

[৬৪] আবুত তাইয়িব মুহাম্মাদ সিদ্দীক খান ইবনু হাসান ভূপালী, *আর-রওজাতুন নাদিইয়াহ*, ১ম খণ্ড (রিয়াদ : দারু ইবনিল কাইয়িম, ১ম সংস্করণ ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৪৮; আবু মুস'আব মুহাম্মাদ সাবহী ইবনু হাসান খাল্লাক, *আল-আদিল্লাতুল রাযিইয়াহ লি মাতানিদ দুরারিল বাহিইয়াহ ফিল মাসাইলিল ফিকহিইয়াহ* (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ৯২।

[৬৫] মুহাম্মদ লোকমান হাকীম, *দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৩১।

[৬৬] **ক.** যাকাত শুধু মুসলমানদের উপর ফরয ইবাদত এবং ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। তাই ব্যক্তিকে তার নিজের সঞ্চিত সম্পদের হিসেব নিজে কষেই তার যথার্থ যাকাত আদায় করতে হয়, সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে এর ব্যবস্থা করুক বা না করুক। পক্ষান্তরে করের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা হয়ে থাকে এবং এটা ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ও নয়। মুসলিম, অমুসলিম সকল নাগরিকেরই কর আদায় করতে হয়। **খ.** কর হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যার জন্য করদাতা প্রত্যক্ষ উপকার আশা করতে পারে। সরকারও করের অর্থ দরিদ্র-অভাবী জনসাধারণের মধ্যে ব্যয়ের জন্য বাধ্য থাকেন না। পক্ষান্তরে যাকাতের অর্থ অবশ্যই আল-কুরআনে নির্দেশিত লোকদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করতে হয়। **গ.** যাকাতের অর্থ রাষ্ট্রীয় সাধারণ উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য ব্যয় করা যাবে না। কিন্তু করের অর্থ যে কোন কাজে ব্যয়ের ক্ষমতা ও পূর্ণ স্বাধীনতা সরকারের রয়েছে। কর বা ট্যাক্সের অর্থ দ্বারা দেশের সকল নাগরিকই সুবিধা ভোগ করতে পারবে। কিন্তু যাকাতের অর্থ দ্বারা শুধু যাকাত গ্রহীতাই সুবিধা ভোগ করতে পারবে। **ঘ.** যাকাত শুধু বিত্তশালী মুসলিমদের জন্যই বাধ্যতামূলক। কিন্তু কর বিশেষত পরোক্ষ কর সর্বসাধারণের উপর আরোপিত হয়ে থাকে। অধিকন্তু প্রত্যক্ষ করেরও বিরাট অংশ জনসাধারনকে দিতে হয়। **ঙ.** যাকাত ধার্য করা হয় মূল অস্থাবর সম্পদের উপর। এতে আয় ও মূলধনের কোন পার্থক্য করা হয় না বরং সম্পদ ঘরে জমা থাকলেও যাকাত দিতে হয়। পক্ষান্তরে কর ধার্য করা হয় আয়ের উপর। আয় বাড়লে করের পরিমাণ বাড়ে। **চ.** যাকাতের মধ্যে করের সকল উত্তম গুণাবলী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যাকাতের হার স্থির ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু করের হার স্থির নয়। যে কোন সময়ে সরকারের ইচ্ছানুযায়ী করের হার ও করযোগ্য বস্তু বা সামগ্রীর পরিবর্তন হতে পারে। **ছ.** উৎপাদনশীল জমির (স্থাবর সম্পত্তি) কর বাধ্যতামূলক, দিতেই হবে (ফসল হোক বা না হোক)। পক্ষান্তরে ফসল উৎপাদিত হলেই শুধু যাকাত দিতে হবে; অন্যথা নয়। মূলত ফসলের যাকাতকে 'উশর বলা হয়। কর জমির উপর ধার্য করা হয়। আর ফসলের যাকাত 'উশর ফসলের উপর ধার্য করা হয়। দ্র. মোহাম্মদ আবদুল লতিফ, "দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ", *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, পৃ. ১৭০-১৭১।

[৬৭] মো: আবুল কাসেম ভূঁইয়া, "সামাজিক নিরাপত্তায় যাকাত", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ৩১।

[৬৮] মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, "দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত", *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, পৃ. ৩৪-৩৫।

[৬৯] https://www.prothomalo.com/business/analysis/অর্থনৈতিক-প্রবৃদ্ধি-অর্জনে-চার-বড়-বাধা।

[৭০] মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, "দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত", *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, পৃ. ৩৫।

[৭১] এক্ষেত্রে সাম্য স্থাপনের জন্য ইসলামী মীরাস বা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মৃতের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের বাটোয়ারা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি (নির্বাচিত প্রবন্ধ)*, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

[৭২] সঞ্চয় ও ভোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অন্যতম পূর্ব শর্ত। মানুষ যা আয় করে তার কিছু অংশ ভোগ করে এবং কিছু অংশ সঞ্চয় করে। ভোগ বর্তমান দ্রব্য ও সেবার চাহিদা বাড়িয়ে দেয় এবং সঞ্চয় পুঁজি গঠনে সাহায্য করে, যা পরবর্তীতে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ইন্ধন যোগায়। সুতরাং এ দু'য়ের মাঝে যে কোন ধরনের বৈষম্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দারুণ বাঁধার সৃষ্টি করে। Cf. Irfan-ul-Haque, *Economic Doctrines of Islam*, The international Institute of Islamic thought, Academic dissertain, No.3, p-200.

[৭৩] সুদের ফলেই দারিদ্র্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এজন্য ইসলামের দিক-নির্দেশনার সাথে সাথে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ সুদকে নিষিদ্ধের কথা বলেছেন। তারা সুদকে নিষিদ্ধের কিছু কারণও উল্লেখ করেছেন। যথা: ক. সুদ সমাজ শোষনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম খ. সুদের কারণেই সমাজে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে যায় গ. সুদ মানুষকে স্বার্থপর ও কৃপণ করে ঘ. সুদ শ্রমবিমুখতা ও অলসতা সৃষ্টি করে ঙ. সুদের কারণেই ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় চ. সুদের পরোক্ষ ফল হিসেবে একচেটিয়া কারবারের দৌরাত্ম বৃদ্ধি পায় ছ. সুদের ফলে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে পুঁজি সীমাবদ্ধ থাকে জ. সুদ দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্প লাভজনক ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে ঝ. সুদ বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়ায় ঞ. সুদের বিদ্যমানতার ফলেই জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশ: হ্রাস পেতে থাকে ট. সুদভিত্তিক ঋণে তৈরি প্রতিষ্ঠান কোন ক্ষতির সম্মুখীন হলে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয় ঠ. সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ও ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্বের বোঝা সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপে ইত্যাদি। দ্র. ডঃ মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, "ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি: একটি পর্যালোচনা", *ইসলামিক স্টাডিজ রিসার্চ জার্নাল*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই ২০১০, ভলিউম ৪, পৃ. ২৯-৩০।

[৭৪] সূরাহ আলে 'ইমরান : ১৬১; স*হীহ মুসলিম*, পৃ. ৬০৭, হাদীস নং-১৮৩৩, 'ইমারত' অধ্যায়-৩৩, অনুচ্ছেদ-৭; 'আব্দুল ইবনুল যুবাইর আবূ বাকর আল-হুমাইদী, *মুসনাদুল হুমাইদী*, ২য় খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ,তা.বি.), পৃ. ৩৯৬, হাদীস নং-৮৯৪; *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০, হা/১৭৮০, 'যাকাত' অধ্যায়; ইমাম আবূ 'আওয়ানাহ ইয়া'কূব ইবনু ইসহাক আল-আসফারাইনী, *মুসনাদু আবী 'আওয়ানাহ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত : দারুল মা'আরিফাহ, তা.বি.), পৃ. ১২০, হাদীস নং-৬২৪৬; ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ইবনু মাখলাদ ইবনু রাওয়াহা, *মুসনাদু ইসহাক ইবনি রাওয়াহা*, ২য় খণ্ড (মদীনাতুল মুনাওয়ারা : মাকতাবুল ঈমান, ১ম সংস্করণ ১৪১২ হি./১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৩৩৪, হাদীস নং-৮৬০।

[৭৫] মোঃ মোশাররাফ হোসাইন, "মাদকাসক্তি : বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৯ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১০), পৃ. ১১৬।

[৭৬] মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩১৬।

[৭৭] সূরাহ আল-বাকারাহ: ২৭৫।